প্রশ্নফাঁসের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিন, প্লিজ....

পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস–এটাকি নতুন ঘটনা? না, মোটেও নতুন ঘটনা নয়। বছরের পর বছর ধরে চলছে এই অস্থিরতা। কিন্তু এর শেষ কোথায়?

প্রতি বছর একই উপসর্গ- প্রশ্ন ফাঁস। মহা যন্ত্রণা। পরীক্ষা চলছে প্রশ্ন ফাঁসের গুজবও চলছে বহাল তবিয়তে। যার ফলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটছে। পড়াশুনায় মন বসাতে পারছে না অনেকে। পড়াশুনা ছেড়ে কেউ ছুটছে প্রশ্নপত্রের আশায়। যদি মেলে অথবা যদি লাইগ্যা যায়। আবার কারও মনে দুশ্চিন্তা দারুণ অস্থিরতায় পরীক্ষা ঠিকমত চলবে তো! হঠাৎ যদি শোনা যায় পরীক্ষা স্থগিত। হতেও তো পারে। এই দেশে এটাই স্বাভাবিক। টেনশনহীন জীবন-যাপন বড় মুশকিল।

পরীক্ষায় নকল এই অন্যায় উপসর্গ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে শিক্ষা জীবনকে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস। একজন ছাত্র অথবা ছাত্রী যখন পরীক্ষার হলে বসবে তখন তার মন থাকবে প্রফুল্ল। দুশ্চিন্তামুক্ত। তার প্রস্তুতি নিয়ে হয়তো দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। কিন্তু আরোপিত অথবা বাজে কোন টেনশনে তাকে ফেলা উচিত নয়। উন্নত বিশ্বে এই ধরনের ঘটনায় আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার আছে একজন শিক্ষার্থীর। আমাদের দেশে চলছে ভেলকিবাজি। পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। পড়াশুনার প্রস্তুতি কেমন হল এই চিন্তা বাদ দিয়ে অনেকে চিন্তা করছেন শেষ পর্যন্ত বুঝি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। এই ধরনের ঘটনা বা পরিস্থিতিতে কী পড়াশুনা করা সম্ভব।

এসএসসি পরীক্ষা শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। একটানা ১০ বছর নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করার পর একজন ছাত্র অথবা ছাত্রী অন্যত্র গিয়ে পরীক্ষা দেয়। এমনিতেই তার জন্য অপেক্ষা করে ভিন্ন ধরনের টেনশন। নতুন সেন্টার, নতুন পরিবেশ। কেমন হবে কে জানে! এই অবস্থায় যদি দেখা দেয় সমস্যার নয়া উপসর্গ তাহলে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ আন্দাজ করলেই গা শিউরে উঠে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে চট্টগ্রামের মিরেরশ্বরাই থেকে। মিরেরশ্বরাই বলে কথা নয়। দেশের যেকোন এলাকায় প্রশ্ন ফাঁস হলে তা মুহূর্তে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে যেতে পারে। টেলিফোন, ফ্যাক্স, ফটোষ্ট্যাটের মাধ্যমে এই কাজটি হতে পারে। হয়েছেও তাই। কর্তৃপক্ষের ধারণা প্রশ্নপত্রের যে-কোন একটি সেট ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বিকল্প অন্য সেট দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে এবং এই প্রস্তুতি অনুযায়ী পরীক্ষা চলছে। একটি সূত্র জানায়, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিতরণ পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। মডারেটরবৃন্দ প্রতিটি বিষয়ের ২৫ সেট প্রশ্ন প্রণয়ন করেন। ২৫ সেট প্রশ্ন থেকে লটারী করে প্রথম দফায় ৫টি সেট নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় দফায় লটারীর মাধ্যমে ৫ সেট থেকে নির্বাচন করা হয় ৩ সেট। এরপর তৃতীয় দফায় তিন সেট থেকে লটারী করে দুই সেট চূড়ান্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কারও জানার কথা নয় পরীক্ষায় কোন্ সেটটি নির্বাচন করা হয়েছে। তবুও প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। এই জঘন্য অপরাধে জড়িত হচ্ছেন কেউ না কেউ। গত বছর কক্সবাজারের চকোরিয়ায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল। চকোরিয়ার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট এবং কয়েকজন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। ঢাকায় বিজি প্রেসের কয়েকজন কর্মচারীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরপরও এবার প্রশ্ন ফাঁসের মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। প্রায় প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্ন আছে। প্রয়োজনে সব ফাঁস করে দেওয়া হবে। স্বয়ং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে তথ্য পেয়েছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করার লক্ষ্যে সরকার দেশের প্রতিটি এলাকায় ফোন, ফটোষ্ট্যাট, ফ্যাক্স মেশিনের দোকানের উপর কড়া নজর রাখছে। আইনের ধারা উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় থেকে নোটিস জারি করা হয়েছে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এই গুজব ছড়ানো হলে অথবা প্রকাশ করা হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের জেল-জরিমানা হতে পারে। আমরা জানি না অপরাধীরা ধরা পড়বে কিনা। তবে দারুণ এক অস্থির মুহূত অতিক্রম করছে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা। অভিভাবকদেরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। একজন অভিভাবক দুঃখ করে বললেন- আমার ছেলে ভালো ছাত্র। কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের খবর শুনে অস্থির হয়ে উঠেছে। পড়াশুনায় মনযোগ নেই। তার একটাই প্রশ্ন- এসব কী হচ্ছে। শিক্ষা জীবন নিয়ে যে দেশে লুকোচুরি খেলা হয় সেই দেশের ভবিষ্যৎ কী? অন্য একজন অভিভাবক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন- ছেলেকে বাসায় ধরে রাখতে পারছি না। প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। তার বায়না ফাঁস করা প্রশ্ন চাই। বলুন তো সংকটেরও তো একটা সীমা আছে!

তরুণ কণ্ঠের পক্ষ থেকে আমাদের জোর বক্তব্য শিক্ষা জীবন হোক দুশ্চিন্তামুক্ত। দেশে আইন আছে, বিবেকবান মানুষ আছেন। তবুও কেন এই অস্থিরতা! প্রশ্ন ফাঁসের অস্থিরতা থেকে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের রেহাই দিন। প্লিজ....।

❑ রেজানুর রহমান

এদের মধ্যে অনেকেই আগামীতে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। প্রশ্নফাঁসের বিড়ম্বনা থেকে এরা কী রেহাই পাবে?